দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

17

# এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সরকারী বেতনদানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর করুন

## জমিয়াতুল মোদারেছীন

গতকাল (১৬ এপ্রিল) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভা বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি মাওলানা এম. এ. মান্নানের সভাপতিত্বে জমিয়তের কেন্দ্রীয় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া ও বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশদভাবে পর্যালোচনার পর মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকগণের সরকারী বেতন প্রদান করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ২২-১১-৯২ ইং তারিখের সরাসরি নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে এক বিবৃতি প্রদান করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট এক ডেলিগেশন বিগত ১১-৬-৯১ ইং পুনঃ সুগন্ধায় ১০-১-৯২ ইং এবং ১৭-১১-৯২ ইং তারিখে সংদেশের দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের প্রায় ২ হাজার

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

## জমিয়াতুল মোদারেছীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুপার-অধ্যক্ষদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় ডেলিগেশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সুগন্ধায় গমন করে। প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার মিয়া রফিকুল ইসলামসহ ৪ জন মন্ত্রী উক্ত ডেলিগেশনের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁরা উক্ত স্মারকলিপি পৌঁছে দেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন এবং যাতে তা কার্যকর হয়, এই মর্মে ডেলিগেশনের সামনে জোরালো বক্তব্যও পেশ করেন। ১৭-১১-৯২ ইং তারিখে আর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ডেলিগেশন জমিয়াতুল মোদারেছীনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে প্রাথমিক শিক্ষা স্কীমের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় মাসিক বেতন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় বিনামূল্যে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বই-পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ প্রদানের জন্য স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনাপূর্বক বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিগত ২২-১১-৯২ ইং তারিখে তাঁর সচিবালয় হতে তা কার্যকর করার জন্য শিক্ষা সচিব এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবকে (বর্তমানে সচিব) সরাসরি নির্দেশ দেন। এই নির্দেশনামায় প্রধানমন্ত্রীর সচিব ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী স্বাক্ষর করেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের পত্র নং/ইউ ও নোট নং প্রমকা/সচিব/পত্রালাপ/৩/৯২-৯৮৮, ২২-১১-৯২ ইং তারিখের পত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, "উপরোক্ত বিষয়ে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।" তাতে তিনি সদয় হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত পত্রের শেষ লাইনে লেখা ছিল যে, "গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত রাখতে হবে।" এতদ্ব্যতীত শিক্ষামন্ত্রী ১৯৯২-১৯৯৩ সনে জাতীয় পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে এবং তাঁর ভাষণে তিনবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, প্রতিটি বাধ্যতামূলক প্রাইমারী স্কুলের ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ জন করে শিক্ষককে ১-৭-৯৩ ইং তারিখ হতে মাসে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা হারে প্রতি শিক্ষককে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। যাদের চাকুরীর মেয়াদ ৫ বৎসরের অধিক হবে তাদের প্রত্যেককে ১-৭-৯৪ ইং তারিখ হতে মাসে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিষদে শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা সরকারের প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন, রেডিও এবং সকলকে জানিয়েছেন যে, এবতেদায়ীর এই পাঠ্যপুস্তক পড়ে এবতেদায়ী পাস করলে তারা দেশের যে কোন মাধ্যমিক স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। অপর দিকে মাদ্রাসায় পড়তে চাইলে সমমানের দাখিল ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে। এক কথায় এটা বাধ্যতামূলক প্রাইমারীর উদ্দেশ্যকে সফল করবে। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা এবতেদায়ীর সাথে বিমাতাসুলভ ব্যবহার না করে প্রধানমন্ত্রী দফতর হতে ইস্যুকৃত উপরোক্ত আদেশ কার্যকর করেন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্য আমরা তাঁকে মোবারকবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে তাঁর উপরোক্ত ফরমান যাতে কার্যকর হয়, এই বিষয়েও তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। কেননা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মাদ্রাসার এবতেদায়ী শিক্ষা সরকারী স্বীকৃতি অনুযায়ী একই মানের। এ প্রসংগে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, যাদের হাতে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর এই আদেশ কার্যকর হবে তাদেরকেও অনুরোধ করছি যে, তারা যেন সদয় হয়ে উক্ত ফাইলটি মুক্ত করে ১-৭-৯৩ ইং তারিখ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরি/রেজিঃ প্রাপ্ত প্রতিটি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ (চার) জন করে শিক্ষককে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, অপ্রাসঙ্গিক হলেও দেশ ও জাতির স্বার্থে এ প্রসংগে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করতে চাই বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন ১৯৩৭ সনে স্থাপিত হয়েছে। এ সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই দেশের মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, হাফেজী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসহ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের খেদমত করে আসছে। এসব মাদ্রাসা হতে লক্ষ লক্ষ দীনদার আলেম, হাফেজ, ক্বারী, পীর বুজুর্গ ও মাশায়েখ তৈরী হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠান কোনদিন কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বা কোন দলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেনি এবং কোন দিন করবেও না। অবশ্য পেশাজীবী সংগঠন হিসাবে সব সরকারের আমলেই সংগঠনের বিশেষ বিশেষ মহাসম্মেলনে সরকার প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এসেছেন। আমরা আমাদের শিক্ষার সমস্যাসমূহ তাঁদের সমীপে তুলে ধরেছি। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মরহুম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ৩০ বারের বেশী আমাদের সম্মেলনে এসেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তার শিক্ষামন্ত্রীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণ বহুবার এসেছেন। কিন্তু জমিয়াতুল মোদারেছীন সংগঠন হিসেবে আমরা কারও দলীয় শ্লোগান দেইনি। আমরা মাদ্রাসার ছাত্র/শিক্ষককে অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমরা দেশ, জাতি ও এই সরকারের বা অন্য কোন সরকারের কোন ক্ষতি করিনি। আমাদের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বীজ না ঢুকাবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করছি। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দাড়ি-টুপিওয়ালা কর্মচারীদেরকে মাদ্রাসার শিক্ষক সাজিয়ে টিভির পর্দায় মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দিয়ে না দেখাবার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। কেউ মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে ব্যবহার করবেন না। অন্য পেশায় নিয়োজিত কতিপয় অশিক্ষক দাড়ি-টুপিওয়ালা লোককে ধরে এনে মাদ্রাসার শিক্ষক বলে পরিচয় দিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেশবাসীকে বিব্রত করবেন না। বাংলাদেশে দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক সম্মেলন করতে হলে মানিক মিয়া এভিনিউ বা পুরানা এয়ারপোর্ট ছাড়া ঢাকার অন্য কোন স্থানে সামাই হবে না। আমরা বিনীতভাবে বার বার অনুরোধ করছি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাদ্রাসায় থাকতে দিন। বাইরে, দাড়ি-টুপিওয়ালা অশিক্ষক লোকদেরকে ধরে এনে মাদ্রাসার শিক্ষক পরিচয় দিয়ে শিক্ষকদের আর কলুষিত করবেন না। স্টাণ্ডিং কমিটির সভায় যারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন এবং বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন তারা হচ্ছেন— আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. ছালাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি, মাওলানা এম. এ. লতিফ মহাসচিব, মাওলানা রুহুল আমীন খান, যুগ্ম মহাসচিব, মাওলানা আবদুর রহমান বেলালী, যুগ্ম মহাসচিব, হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল, মাওলানা মোঃ ইউনুস, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা শামছুল হক, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন, মাওলানা শফিউদ্দিন ভূঁইয়া, মাওলানা শিব্বির আহমদ মোমতাজী ও মাওলানা [illegible]